بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ ডিসেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ১১ ফাতাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আলী (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল আর আজও এবং ভবিষ্যতেও কয়েকটি খুতবায় এই স্মৃতিচারণই অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

ওহুদের যুদ্ধে ইবনে কামিয়া হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) কে শহীদ করার পর ধারণা করে বসে সে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে শহীদ করেছে। তাই সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করেছি। হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) (যুদ্ধের) পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। তখন হযরত আলী (রা.) এবং অন্য মুসলমানরা যুদ্ধ করেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, ওহুদের যুদ্ধে মুশরেকদের পতাকাবাহী তালহা বিন আবু তালহা হযরত আলী (রা.) কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে। তখন তিনি (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে এমন আঘাত করেন যে, সে ভূপাতিত হয়ে ছটফট করতে থাকে। হযরত আলী (রা.) একের পর এক কাফেরদের পতাকাবাহীকে ধরাশায়ী করেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) কাফেরদের একটি দল দেখতে পান এবং হযরত আলী (রা.) কে তাদের ওপর আক্রমণ করতে ইশারা করেন। হযরত আলী (রা.) আমর বিন আব্দুল্লাহ্ জামঈকে হত্যা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তিনি (সা.) আরেকটি দলের ওপর হামলা করার নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) শেয়বা বিন মালিককে হত্যা করার পর জিবরাঈল (আ.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! নিশ্চয়ই তিনি অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) সহমর্মিতার যোগ্য। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যাঁ! আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে আর (একথা শুনে) হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আমি আপনাদের দু'জন দু'জনের সাথেই আছি। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, ওহুদের যুদ্ধে লোকেরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে সরে যায়, তখন শহীদদের লাশের মাঝে আমি তাঁকে খুঁজতে থাকি আর তাদের মাঝে আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে না পেয়ে বলি, খোদার কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) পলায়নকারী ছিলেন না আর আমি তাকে শহীদদের মাঝেও পাই নি। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিয়েছেন। অতএব আমার জন্য এখন এতেই মঙ্গল যে, আমি যেন নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করি। এরপর আমি আমার তরবারির খাপ ভেঙে ফেলে কাফেরদের ওপর হামল করে দেই আর তারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে আমি দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের মাঝেই রয়েছেন। এটি সেই ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার ঘটনা যা শৈশবের অঙ্গীকারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করেছে। ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর তাতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (রা.) বলেন, আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর তাহলে আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমি খুব ভালোভাবে জানি কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষত পরিষ্কার করেছিল, এবং কে পানি ঢেলেছিলেন আর কী ঔষধ লাগানো হয়েছিল (অর্থাৎ এ দৃশ্য এবং এসব কিছু আমার চোখের সামনে ঘটেছে)। হযরত সাহল (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর

কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) ক্ষত পরিষ্কার করছিলেন এবং হযরত আলী (রা.) ঢাল দিয়ে পানি ঢালছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) যখন দেখলেন পানি রক্তপ্রবাহ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে তখন তিনি (রা.) বস্তার একটি টুকরো নিয়ে তা পুড়িয়ে তাতে সেঁটে দেন আর এর ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। সেদিন মহানবী (সা.)-এর সামনের দাঁতও শহীদ হয়ে গিয়েছিল আর তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত লেগেছিল এবং শিরস্ত্রান তার মাথায় থাকা অবস্থায় ভেঙে গিয়েছিল।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব থেকে বর্নিত, উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত আলীর ষোলটি আঘাত লেগেছিল। দুঃখকষ্টের আড়ালে অগনিত কল্যাণ লুক্কায়িত থাকে– এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আলী ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে হযরত ফাতেমা কে নিজের তরবারি দিয়ে বলেন, এটি ধৌত কর। আজ এ তরবারি খুব কাজে এসেছে। রসূলে করীম (সা.) হযরত আলীর এ কথা শুনে বলেন, হে আলী! শুধু তোমার তরবারিই নয় তোমার আরো অনেক ভাই আছে যাদের তরবারিও চমক দেখিয়েছে। তিনি ছয়-সাত জন সাহাবীর নাম নিয়ে বলেন, তাদের তরবারি তোমার তরবারি থেকে কোন অংশে কম ছিল না। এসব বিপদাপদ অতিক্রম করে অবশেষে তারা বিজয়ী হয়। খন্দকের (বা পরিখার) যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে হয়েছিল। সেই সময় কাফেরদের সৈন্যরা যখন মদীনা অবরোধ করে রেখেছিল তখন তাদের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একমত হয় যে, সম্মিলিতভাবে আক্রমন করা হবে। পরিখাতে এমন কোন সংকীর্ণ স্থান খুঁজতে থাকে যেখান দিয়ে তারা তাদের অশ্বারোহীদের নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু তারা কোন জায়গা পায় নি। তারা বলে, এটি এমন কৌশল যা আরবে আজ পর্যন্ত কেউ অবলম্বন করে নি। তাদেরকে বলা হয়, মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী এক পারস্য ব্যক্তি রয়েছে যিনি তাঁকে এ পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলে, এটি তারই কৌশল। অর্থাৎ কাফেররা বলেছে। এরপর তারা এরূপ সংকীর্ণ একটি স্থানে পৌঁছায় যে স্থান সম্পর্কে মুসলমানরা অসতর্ক ছিল। তখন ইকরামা বিন আবু জাহল, নওফেল বিন আব্দুল্লাহ্, জারার বিন খাত্তাব, হুবায়রাত বিন আবু ওয়াহাব এবং আমর বিন আব্দে ওদ্দা সেই স্থান দিয়ে খন্দক (বা পরিখা) অতিক্রম করে। আমর বিন আব্দে ওদ্দা মোকাবিলার জন্য আহ্বান করে এ কবিতা পাঠ করতে থাকেন,

ওয়ালাকাদ বাহেতু মিনান্নিদা লেজামইহিম হাল মিন মুবারিয

অর্থাৎ তাদের জামাতকে আওয়াজ দিতে দিতে স্বয়ং আমার আওয়াজ রুদ্ধ হয়ে গেছে যে, এমন কে আছে যে লড়াইয়ের জন্য বের হবে। এর জবাবে হযরত আলী এ কবিতা পাঠ করেন-

"লা তা'জালনা ফাকাদ আতা'কা মুজিবু সওতেকা গায়রো আজেয
ফি নিয়্যাতিন ওয়া বাসিরাতিন ওয়া সিদকু মানজা কুল্লে ফায়েজ
ইন্নি লাআরজু আন উকিম মা আলাইকা নায়েহাতাল জানায়েয
মিন যারবাতিন নাজরায়া ইয়াবকা যিকরাহা ইন্দাল হাযায়েয"

অর্থাৎ: তুমি এতো উতলা হয়ো না। তোমার আওয়াজের উত্তরদাতা তোমার কাছে এসে গেছে, যে অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা প্রকাশ করে না। দৃঢ় সংকল্প এবং পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাথে আর (যুদ্ধক্ষেত্রে) দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শনই সকল বিজয়ীর মুক্তির মাধ্যম। আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, আমি তোমার মৃত্যুর জন্য বিলাপকারিণীদের একত্রিত করব। এত তীব্র আঘাত হানব যে, যুদ্ধের উপাখ্যানে তার উল্লেখ চলমান থাকবে। হযরত আলী বিন আবু তালেব যখন বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমি তার সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হব। তখন মহানবী (সা.) তাকে স্বীয় তরবারি দেন এবং পাগড়ী বাধেন আর দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এই আমর বিন আব্দে ওদ্দার মোকাবিলায় তাকে সাহায্য কর। হযরত আলী তার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হন। দুজনেই সম্মুখ সমরে একে অপরের মুখোমুখি হয় আর উভয়ের মাঝে তুমুল সংঘর্ষের

ফলে ধূলি ঝড় উঠে। হযরত আলী তাকে হত্যা করেন আর আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। তখন আমরা বুঝতে পারি, হযরত আলী তাকে হত্যা করেছে আর এরই সাথে তার সাথীরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাদের সাথে ঘোড়া থাকার কারণে তারা প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব লিখেছেন, আমর খুবই প্রসিদ্ধ একজন তরবারি চালক ছিল আর তার বীরত্বের কারণে একা তাকে এক হাজার সৈন্যের সমান মনে করা হত। সে যেহেতু বদরের যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল তাই তার বক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সে রণক্ষেত্রে এসেই অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমন্ত্রণ জানায় আর বলে এমন কেউ কি আছে যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিছু সাহাবী তার সামনে আসতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে হযরত আলী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সামনে এগিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) হযরত আলীকে নিজের তরবারি দেন আর তার জন্য দোয়া করেন। হযরত আলী এগিয়ে এসে আমরকে বলেন, আমি শুনেছি তুমি অঙ্গীকার করে রেখেছ যে, কুরাইশের কোন ব্যক্তি যদি তোমার কাছে দুটি কথার আবেদন করে তাহলে তুমি একটি কথা অবশ্যই মেনে নিবে। আমর বলে, হ্যাঁ। হযরত আলী বলেন, তাহলে প্রথম কথা আমি তোমাকে এটি বলছি, তুমি মুসলমান হয়ে যাও আর মহানবী (সা.)কে গ্রহন করে ঐশী নেয়ামতরাজির উত্তরাধীকারী হও। আমর বলে, অসম্ভব। হযরত আলী বলেন, যদি এটি মানতে না পার তাহলে আস! আমার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এতে আমর হাসতে আরম্ভ করে এবং বলে, আমি চিন্তাই করতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি আমাকে একথা বলতে পারে। এরপর সে হযরত আলীর বংশপরিচয় জানতে চায় তখন তিনি নিজ পরিচয় দিলে হযরত আলীকে সম্বোধন করে সে বলে, হে আমার ভাতিজা! তুমি এখনো (অল্পবয়স্ক) বালক আমি তোমার রক্ত ঝরাতে চাই না, তোমাদের বড়দের মধ্য থেকে কাউকে পাঠাও। হযরত আলী (রা.) তার কথার উত্তরে বলেন, তুমি তো আমার রক্ত ঝরাতে চাওনা কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে আমার মোটেও কোন দ্বিধা নেই। এ কথা শুনে আমর উত্তেজনার বশে অন্ধের ন্যায় নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে যায় আর নেমেই নিজের ঘোড়ার গোড়ালি কেটে সেটিকে মাটিতে ফেলে দেয়, যেন ঘোড়া নিয়ে পালাবার কোন পথ না থাকে। এরপর সে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পাগলের মত হযরত আলীর দিকে ছুটে যায় এবং হযরত আলীর ওপর এতো জোরে তরবারি চালায় যে, তা হযরত আলীর ঢাল ভেদ করে তাঁর কপালে এসে লাগে আর সে তাঁকে কিছুটা আঘাত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু পরক্ষণেই হযরত আলী (রা.) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করে তার ওপর এমন মোক্ষম আঘাত করেন যে, সে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করলেও হযরত আলী (রা.)-র তরবারি তার কাঁধ বিদীর্ণ করে নীচের দিকে নেমে যায়। আমর ভূপাতিত হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

আমার বিন আব্দে উদ্দ নিহত হওয়ার পর কাফেররা রসূল করীম (সা.)-এর সমীপে প্রস্তাব পাঠায়, তারা তার লাশ দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কিনে নেবে। মহানবী (সা.) বলেন, লাশ নিয়ে যাও, আমরা আমরা লাশ বেঁচে খাই না। হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন কাফেরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করছিলেন তখন হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) সেই সন্ধির চুক্তিপত্র লিখেছিলেন, যাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর নাম লিখেছিলেন মুহাম্মদ রসূলূল্লাহ্ (সা.)। মুশরেকরা বলে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ লিখবে না। যদি তিনি রসূল হতেন তাহলে তো আমরা তার সাথে যুদ্ধ করতাম না। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বলেন, এটি কেটে দাও। হযরত আলী (রা.) বলেন এই বাক্য কাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর মহানবী (সা.) নিজ হাতে তা কেটে দেন আর

তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন এবং তারা নিজেদেও অস্ত্র জুলুব্‌বান-এ রেখে মক্কায় প্রবেশ করবেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, এই জুলুব্‌বান কী? তিনি বলেন, (জুলুব্‌বান হলো) সেই গিলাফ যাতে খাপসহ তরবারি রাখা হয়।

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির বৈঠকে ছিলেন আর কাফেররা সন্ধির জন্য শর্ত উপস্থাপন করছিল, সাহাবীগণ নিজেদের হৃদয়ে এক অগ্নি নিয়ে বসেছিলেন আর তাদের বক্ষ অত্যাচারের অগ্নিতে জ্বলছিল যা কাফেরদের পক্ষ থেকে বিশ বছর যাবৎ তাদের ওপর করা হচ্ছিল। তাদের তরবারিসমূহ খাপ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে উদ্দত ছিল। তারা ইসলামের ওপর যে অত্যাচার করেছে মুসলমানরা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) কাফেরদেও সব কথা শুনেন। তাদের পক্ষ থেকে যখন এই প্রস্তাব দেয়া হয় যে, চলুন আমরা নিজেদের মাঝে সন্ধি করে নেই তখন তিনি বলেন, খুব ভালো কথা, আমরা সন্ধি করে নিচ্ছি। তারা বলে, শর্ত হলো– এ বছর আপনারা উমরা করতে পারবেন না। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, এ বছর আমরা উমরা করব না। এরপর তারা বলে, পরবর্তী বছর যখন আপনারা উমরা করতে আসবেন তখন এই শর্ত থাকবে যে, আপনারা মক্কায় তিন দিনের বেশি অবস্থান করবেন না। মহানবী (সা.) বলেন, অতি উত্তম, আমরা এই শর্তও মেনে নিচ্ছি। অতঃপর তারা বলে, আপনারা সশস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমরা সশস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করব না। সন্ধির চুক্তি নির্ধারিত হচ্ছিল আর সাহাবীদের অন্তর ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ছটফট করছিল। তারা ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারছিলেন না। হযরত আলী (রা.)-কে সন্ধিনামা লেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। চুক্তিনামা লেখতে গিয়ে তিনি লেখেন যে, এই চুক্তি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ এবং মক্কার অমুক অমুক নেতা ও মক্কাবাসীদের মাঝে সংঘটিত হচ্ছে। এতে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমরা এই শব্দাবলী মেনে নিতে পারি না, কেননা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে রসূলুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে মানি না। যদি মানতামই তাহলে তাঁর সাথে লড়াই কিসের! আমরা তো তাঁর সাথে কেবল আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ হিসেবে চুক্তি করছি, আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ হিসেবে চুক্তি করছি না। সুতরাং এই শব্দাবলী এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। তখন সাহাবীগণের উত্তেজনার আর কোন সীমা রইল না আর তারা ক্রোধে কাঁপতে থাকল। তারা মনে করল যে, এখন খোদা তা'লা আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, মহানবী (সা.) তাদের কথা মানবেন না আর আমরা তাদের সাথে লড়াই করে নিজেদের মনের ক্ষোভ মেটানোর সুযোগ পাব। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, তারা ঠিক বলছে। চুক্তিপত্র থেকে রসূলুল্লাহ্ শব্দ কেটে দেয়া উচিত। তিনি (সা.) হযরত আলীকে বলেন, হে আলী! এই শব্দ মুছে দাও। কিন্তু হযরত আলীর মতো মানুষ, যিনি নির্দেশ পালন এবং আনুগত্যের অতি উন্নত পর্যায়ের দৃষ্টান্ত ছিলেন, তার হৃদয়ও কেঁপে উঠে, তার চোখে পানি নেমে আসে আর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই শব্দ মুছে দেয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) বলেন, কাগজ আমার কাছে দাও আর সেই কাগজ নিয়ে যেখানে রসূলুল্লাহ্ শব্দ লেখা ছিল তা তিনি (সা.) নিজ হাতে মুছে দেন।

খায়বারের যুদ্ধ, যা সপ্তম হিজরী সনের মুহাররম ও সফর মাসে হয়েছিল, সে সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিমে একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন যে, আমরা যখন খায়বারে পৌঁছি তখন তাদের নেতা মারহাব নিজ তরবারি নাচিয়ে বের হয়। আর সে বলছিল, খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, অস্ত্রে সজ্জিত, বীর এবং অভিজ্ঞ। যখন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন আমার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন, তার

মোকাবিলার জন্য আমার চাচা আমের বের হন। আর তিনি বলেন, খায়বার জানে যে, আমি আমের অস্ত্রে সজ্জিত, বীর এবং নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করি না। বর্ণনাকারী বলেন, উভয়ে আঘাত হানে। মারহাবের তরবারি আমের-এর ঢালের ওপর পড়ে এবং আমের তার ওপর নীচের দিক থেকে আঘাত করতে গেলে তার নিজের তরবারি-ই তার গায়ে লাগে এবং তাতে তার রগ কেটে যায় আর এর ফলেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সালমা বলেন, আমি বাইরে বের হলে মহানবী (সা.)-এর কতিপয় সাহাবী বলছিলেন যে, আমের এর কর্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে; তিনি নিজেকে হত্যা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমের এর কর্ম (কি) বিনষ্ট হয়েছে? আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, কে বলেছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আপনার কতক সাহাবী (বলছেন)। তিনি (সা.) বলেন, যে এই কথা বলেছে সে ভুল বলেছে। তার জন্য তো দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। অতঃপর তিনি (সা.) আমাকে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তার চোখ ওঠা রোগ হয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, আমি সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আলীর কাছে যাই এবং তাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হই। তার চোখ ওঠা রোগ হয়েছিল। অর্থাৎ ব্যাধির কারণে চোখ ফুলে গিয়েছিল। অবশেষে আমি তাকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তার চোখে মুখের লালা লগিয়ে দেন এবং তা ভালো হয়ে যায়। তিনি (সা.) তার হাতে পতাকা তুলে দেন। এরপর মারহাব বের হয় এবং বলে, খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, সসস্ত্র, বীর ও অভিজ্ঞ (সেই সময়ে) যখনকিনা যুদ্ধাগ্নি দাউদাউ করে জ্বলে। হযরত আলী (রা.) বলেন,

'আনাল্লাযী সাম্মাত্‌নী উম্মী হায়দারাহ্। কালায়সে গাবাতিন কারিহিল মানযারাহ্। উফিহিমু বিস্‌সা'য়ে কায়লাস্‌সানদারাহ্।'

অর্থাৎ, আমার মা আমার নাম হায়দার রেখেছেন। ভয়ঙ্কর চেহারার সিংহের ন্যায়, যা জঙ্গলে থাকে। আমি এক সা-এর বিনিময়ে এক সান্দারা দিয়ে থাকি। এটি আরবী ভাষায় ব্যবহৃত একটি প্রবাদ যার অর্থ এটিও হতে পারে যে, এক সেরের বিপরীতে সোয়া সের। যেমনটি উর্দূ বাগধারাতেও ব্যবহৃত হয় যে, যেমন কুকুর তেমন মুগুর, ঢিলের উত্তর যে পাটকেল দিয়ে দিয়ে থাকে। 'সান্দারা' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'মিকইয়ালুন ওয়াসেউন' অর্থাৎ অনেক বড় পরিমাপের একক। সা' কেবল তিন সের হয়ে থাকে, সান্দারা বড় হয়ে থাকে। এরপর বর্ণনাকারী বলেন যে, এ কথা বলার পর হযরত আলী (রা.) মারহাবের মাথায় আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। অতঃপর তার অর্থাৎ হযরত আলী (রা.)-এর হাত ধরেই বিজয় আসে। এটিও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, খায়বারের দিন হযরত আলী (রা.) সুযোগ লাভ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আজ তাকেই সুযোগ দিব যে খোদা তা'লাকে ভালোবাসে এবং যাকে খোদা তা'লা ভালোবাসেন। আর এই তরবারি তার কাছে হস্তান্তর করব যাকে খোদা তা'লা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম আর নিজের মাথা উঁচু করি যেন মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে পান এবং আমাকেই দান করেন। কিন্তু তিনি (সা.) দেখার পরও নীরব থাকেন। আমি পুনরায় মাথা উঁচু করি, কিন্তু তিনি (সা.) দেখেন এবং নীরব থাকেন। অবশেষে হযরত আলী আসেন। তার চোখে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আলী এগিয়ে আস। তিনি (রা.) তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি (সা.) মুখের পবিত্র লালা তার চোখে লাগিয়ে দেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার চোখে আরোগ্য দান করুন। এই তরবারিটি গ্রহণ কর যা আল্লাহ্ তা'লা তোমার হাতে সোপর্দ করেছেন।

অপর এক স্থানেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার প্রায় পাঁচ মাস পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইহুদিদেরকে খায়বার থেকে বহিস্কার করা উচিত যা মদিনা থেকে কেবল কয়েক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত ছিল এবং যেখান থেকে মদিনার বিরুদ্ধে খুব সহজেই ষড়যন্ত্র করা সম্ভব ছিল।

অতএব তিনি (সা.) ১৬০০ সাহাবীসহ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। খায়বার দুর্গ ঘেরা একটি শহর ছিল এবং এর চারপাশে পাহাড়ের ওপর দুর্গ নির্মিত ছিল। এত সুরক্ষিত একটি শহরকে এত স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিজয় করা কোন সহজ বিষয় ছিল না। আশপাশের ছোট ছোট প্রতিরোধ চৌকিগুলো যদিও খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়, কিন্তু ইহুদিরা যখন নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে শহরের কেন্দ্রীয় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সেটিকে জয় করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে। একদিন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন যে, এই শহরের বিজয় হযরত আলী (রা.)-এর হাতে হবে। তিনি (সা.) সকালে এই ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামের কালো পতাকা আজ তার হাতে দিব যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মুসলমানরা ভালোবাসে। আল্লাহ্ তা'লা এই দুর্গের বিজয় তার হাতে নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তী প্রভাতে তিনি (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন এবং পতাকা তার হাতে তুলে দেন, যিনি সাহাবীদের বাহিনীকে সাথে নিয়ে দুর্গের ওপর আক্রমণ করেন। ইহুদিরা দুর্গে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবীদের সেদিন এমন শক্তি প্রয়োগ করেন যে, সন্ধ্যা নামার পূর্বেই দুর্গ বিজিত হয়।

এরপর অপর এক স্থানে হযরত আলী (রা.)-এর উল্লেখ করতে গিয়ে এই ঘটনা সম্পর্কেই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, খায়বার বিজয়ের প্রশ্ন উঠলে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডাকেন এবং মুসলিম বাহিনীর পতাকা তার হাতে তুলে দিতে চান। কিন্তু হযরত আলীর (রা.) চোখে ব্যথা ছিল, এখানে চোখের ব্যথার কথাটিও উল্লেখ হয়েছে, আর প্রচণ্ড ব্যথায় চোখ ফুলে উঠেছিল। মহানবী (সা.) হযরত আলীকে এই অবস্থায় দেখে বলেন, এখানে আস। তিনি (রা.) সামনে আসলে মহানবী (সা.) নিজ মুখের পবিত্র লালা হযরত আলী (রা.)-এর চোখে লাগিয়ে দেন আর তখনই তার চোখ ভালো হয়ে যায়।

অতঃপর অপর এক স্থানে মহানবী (সা.)-এর নিরাময়ী পরশের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা পৃথিবীতে এরূপ বহু দৃশ্য দেখে থাকি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অলৌকিকভাবে কোন কোন রোগী প্রাকৃতিক কোন উপায়-উপকরণ ব্যবহার ছাড়াই আরোগ্য লাভ করে, অথবা সেসব ক্ষেত্রে আরোগ্য লাভ হয় যখন প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ ফলপ্রসূ হয় না। অতএব মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের ঘটনাবলীর মাঝে এরূপ আরোগ্যের একটি দৃষ্টান্ত খায়বারের যুদ্ধকালে দেখা যায়। খায়বারের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন তিনি (সা.) সাহাবীগণকে বলেন, খায়বার বিজয় সেই ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত যার হাতে আমি এই পতাকা তুলে দিব। হযরত উমর (রা.) বলেন, যখন সেই মুহূর্ত আসে তখন আমি ঘাড় উঁচু করে দেখতে আরম্ভ করি এই ভেবে যে, মহানবী (সা.) হয়ত আমার হাতেই পতাকা তুলে দিবেন। কিন্তু তিনি (সা.) তাকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেন নি। ততক্ষণে হযরত আলী (রা.) আসেন এবং তার চোখে প্রচণ্ড ব্যাথা ছিল। তিনি (সা.) নিজের মুখের লালা তার চোখে লাগিয়ে দেন আর চোখ তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যায়। তিনি (সা.) তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে খায়বার বিজয়ের দায়িত্বভার তার ওপর ন্যস্ত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা খুবই ঈমানোদ্দীপক। খায়বারের যুদ্ধে একজন অনেক বড় ইহুদি জেনারেলের সাথে যুদ্ধের জন্য তিনি বের হন এবং দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে থাকেন। কেননা সে-ও রণকৌশলে পারদর্শী ছিল। তাই সে দীর্ঘক্ষণ প্রতিরোধ করতে থাকে। অবশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে ধরাশায়ী করে তার বুকের ওপর চড়ে

বসেন এবং তরবারি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলার ইচ্ছা করেন। তখন হঠাৎ সেই ইহুদি তার (রা.) মুখে থুতু দেয়। এতে হযরত আলী তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে যান। সেই ইহুদি অত্যন্ত অবাক হয়ে যায় যে, এটি তিনি কী করলেন? হযরত আলী আমাকে কাবু করার পরও ছেড়ে দিলেন! আমাকে হত্যা করার সক্ষমতা অর্জনের পরও তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কেন? অতএব সে হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেন সরে গেলেন? তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমার সাথে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমার মুখে থু থু ফেলেছ, তখন আমার রাগ হয় আর আমার মনে হল, এখন যদি আমি তোমাকে হত্যা করি তাহলে আমার এই হত্যা করা হবে আমার ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নয়। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি যেন আমার ক্রোধ প্রশমিত হয় আর তোমাকে আমার হত্যা করা আমার ব্যক্তিস্বার্থে না হয়। দেখুন! কত মহান আদর্শ! একান্ত যুদ্ধের ময়দানে তিনি এক ঘোর শত্রুকে কেবল মাত্র এই কারনে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন তার হত্যা করা নিজ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে না হয় বরং তা যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলো হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা করেন। রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বর্ণনা করেন, সূরা বারাআত তথা সূরা তওবা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় তার পূর্বেই তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে আমীর হিসেবে হজ্জে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করা হয় যে, হে আল্লাহর রসুল! আপনি যদি এই সূরা হযরত আবু বকরের কাছে প্রেরণ করতেন তাহলে উত্তম হতো। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ আমার পক্ষ থেকে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)কে ডেকে পাঠান এবং তাকে বলেন, সূরা তওবার প্রারম্ভে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তুমি যাও আর কুরবানীর দিনে মানুষ যখন মিনা'তে সমবেত হবে, তখন তুমি তাদের মাঝে সেটির ঘোষণা দাও। আর তাহলো, "জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করতে পারবে না আর এ বছরের পর কোন মুশরেকের হজ্জ করার অনুমতি থাকবে না অধিকন্তু উদোম শরীরে কাউকে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করারও অনুমতি দেয়া হবে না এবং যার সাথে মহানবী (সা.) কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ আছেন, সেই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে।" হযরত আলী বিন আবু তালেব রসুলুল্লাহ (সা.) এর উটনী আযবা'তে বসে যাত্রা করেন; হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে পথেই গিয়ে মিলিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) পথিমধ্যে হযরত আলী (রা.)কে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে আমীর মনোনীত করা হয়েছে নাকি আপনি আমার অধিনস্ত হবেন? হযরত আলী (রা.) বললেন, আপনার অধিনস্ত; অতঃপর তারা উভয়ে একসাথে যাত্রা করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের হজ্জের তদারকি করলেন আর সে বছর আরবরা ঠিক সেই জায়গায় তাবু গাড়ল, যেখানে তারা অজ্ঞতার যুগে তাবু গাড়তো। যখন কুরবানীর দিন এসে উপস্থিত হল, তখন হযরত আলী (রা.) দণ্ডায়মান হলেন আর মানুষের মাঝে উক্ত বিষয়ের ঘোষনা দিলেন, মহানবী (সা.) যা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি (হযরত আলী) ঘোষণা দেন যে, "হে লোকেরা! জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করতে পারবে না আর এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না আর কারো উদোম বা খালিগায়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার অনুমতি থাকবে না। যার সাথেই মহানবী (সা.) কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ আছেন, সেই চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করা হবে।" সেই ঘোষণার দিন থেকে মানুষকে চার মাসের অবকাশ দেন যেন প্রত্যেক জাতি বা শ্রেণী নিরাপদ এলাকায় অথবা নিজ নিজ এলাকায় ফেরত যেতে পারে। এরপর কোন মুশরিকের সাথে কোন প্রকারের চুক্তি হবে না আর তাদের বিষয়ে কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না, তবে হাঁ, মহানবী

(সা.)-এর সাথে যদি পূর্ব থেকে কারো কোন চুক্তি থেকে থাকে মেয়াদ পর্যন্ত সেসবের সম্মান করা হবে। অতএব সে বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করে নি আর না কেউ খালি গায়ে হজ্জ করেছে। এরপর তারা উভয়েই অর্থাৎ হযরত আলী এবং হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাসে উপস্থিত হন।

এখন আমি যা পড়ছি পূর্বে কোন এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে হযরত আলী (রা.) এর বরাতেও বর্ণনা করছি। এটি মক্কা বিজয়ের সময়কার অর্থাৎ ৮ম হিজরীর রমযান মোতাবেক জানুয়ারী ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে আর মিকদাদ বিন আমার (রা.) কে বলেন, তোমরা রওযায়ে খাখ নামক স্থানে যাও। এটি মক্কা বিজয়ের অনতিপূর্বের ঘটনা। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা রওযায়ে খাখ নামক স্থানে যাও। সেখানে উঠের পিঠে এক মহিলাকে দেখতে পাবে– যার নিকট একটি পত্র রয়েছে। তোমরা সেই পত্র তার থেকে নিয়ে নিবে। আমরা রওনা হই এবং আমাদের ঘোড়া খুব দ্রুত ছুটে আমাদেরকে সেখানে পৌঁছে দেয়। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখলাম, সত্যিই উটে আরোহী একনারী সেখানে উপস্থিত আছে। আমরা তাকে বললাম, চিঠি খানা বের করে দাও। সেই মহিলা উত্তরে বলে, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, তোমাকে চিঠি আমাদের হাতে দিতেই হবে, নতুবা আমরা তোমাকে কাপড় খুলে তল্লাশি করব। এ কথা শুনে সেই মহিলা তার চুলের খোঁপা থেকে সেই পত্র বের করে আমাদের হাতে দিল এবং আমরা সেই পত্র মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। উক্ত পত্রটি ছিল হাতেব বিন আবি বালতার পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে লেখা। তিনি মহানবী (সা.) এর কোন পরিকল্পনার কথা তাদেরকে অবগত করছিলেন। মহানবী (সা.) হাতেব বিন আবি বালতাকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, হাতেব এইসব কী? তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা), দয়া করে আমার বিষয়ে তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমি একজন বহিরাগত মানুষ যে কুরাইশদের মাঝে এসে তাদের সাথে মিলেমিশে যাই কিন্তু কুরায়েশ ছিলাম না। অন্যান্য মুহাজির যারা আপনার সাথে আছে, তাদের প্রত্যেকের মক্কাতে আত্মীয়স্বজন রয়েছে যাদের মাধ্যমে তারা তাদের ফেলে আসা সহায়-সম্পদের সুরক্ষা করে আসছেন। যেহেতু মক্কায় আমার কোন আত্মীয়তা নেই, তাই আমি মক্কার লোকদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলাম যাতে তারা এই অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ আমার খেয়াল রাখবে। কোন কুফরির কারণে বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারনে এমনটি করিনি। আমি অস্বীকারও করিনি, মুরতাদও হইনি। আমি ইসলামকে পরিত্যাগও করিনি, এবং আমি মুনাফিকও নই। আমি এসব কারণে এই কাজ করিনি। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়া কোনভাবে পছন্দনীয় নয়। এটি শুনে মহানবী (সা.) বলেন, সে তোমাদের যা বলছে, সত্য বলছে। অর্থাৎ তার কথা তিনি (সা.) বিশ্বাস করলেন।

এ ঘটনার উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, কেবলমাত্র একজন দুর্বল সাহাবী মক্কাবাসীদের এ পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, "মহানবী (সা.) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেছেন। আমি জানি না, তিনি কোথায় যাচ্ছেন, কিন্তু আমি ধারণা করছি যে, সম্ভবত তিনি মক্কার দিকে আসছেন। মক্কায় আমার কতিপয় বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন আছে। আমি আশা করি, তোমরা এ কঠিন সময়ে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং তাদের কোন ধরণের বিপদ হতে দিবে না।" এ পত্রটি তখনো মক্কায় পৌঁছেনি, মহানবী (সা.) ভোরে হযরত আলীকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি অমুক স্থানে যাও। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন যে, সেখানে উষ্ট্রারোহী এক মহিলা দেখবে। তার কাছে একটি পত্র পাবে যা সে মক্কাবাসীদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি সে পত্রটি সেই মহিলার কাছ থেকে নিয়ে নিবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে

আমার কাছে নিয়ে আসবে। তার যাত্রার প্রাক্কালে, তিনি (সা.) বললেন, মনে রেখ! সে এক মহিলা। অতএব তার প্রতি কোন প্রকার কঠোরতা করো না, চাপ দেবে এবং জোর দিয়ে বলবে যে, তোমার কাছে পত্র আছে, কিন্তু এরপরও যদি সে না মানে এবং অনুনয়-বিনয় বা কাকুতি-মিনতিও যদি কাজে না দেয় তাহলে তোমরা কঠোরতা করতে পার আর যদি তাকে হত্যা করতে হয় তাও করতে পারবে, কিন্তু পত্র কোনভাবেই নিয়ে যেতে দিবে না। সুতরাং হযরত আলী সেখানে পৌঁছে গেলেন। মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে কাঁদতে শুরু করল এবং কসম খেয়ে বললো, আমি কি প্রতারক, ধোঁকাবাজ? তোমাদের যদি এরপরও বিশ্বাস না হয় অনুসন্ধান কর। এরপর তিনি এদিক সেদিক খুঁজলেন, তার পকেটগুলোতে অণুসন্ধান করলেন, মালপত্র দেখলেন, কিন্তু পত্র পেলেন না। সাহাবারা বলতে লাগলেন, মনে হচ্ছে তার কাছে পত্রটি নেই। হযরত আলী রেগে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা চুপ থাক এবং অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, খোদার কসম! রসুল (সা.) কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। অতএব তিনি সেই মহিলাকে বললেন, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, তোমার কাছে পত্রটি আছে আর খোদার কসম! আমি মিথ্যা বলছি না। এরপর তিনি তরবারী বের করলেন এবং বললেন, হয় তুই ভালমানুসের মত পত্র দিয়ে দে নতুবা স্মরণ রাখ, যদি তোকে উলঙ্গ করেও তল্লাশি নিতে হয়, তবে আমি তাই করবো। কারণ রসূলুল্লাহ (সা.) সত্য বলেছেন আর তুই মিথ্যা কথা বলছিস। এতে সে ভয় পেয়ে যায়। তাকে উলঙ্গ করার ধামকি দেয়া হলে ততক্ষনাৎ সে নিজের খোপা খুলল; সেই খোপায় সে পত্র রেখেছিল যা সে বের করে দিল।

অপর একস্থানে হযরত মুসলেহ মাওঊদ (রা.) এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিচ্ছেন যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে এক সাহাবী মুসলমানদের মক্কায় আক্রমনের খবর গোপনে নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে যেন এই সহমর্মিতা প্রকাশের কারণে মক্কাবাসী তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু ইলহামের মাধ্যমে মহানবী (সা.)কে এই কথা বলে দেয়া হয়। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) এবং আরো কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করেন যে, অমুক স্থানে এক মহিলা আছে, তার কাছে গিয়ে কাগজটি নিয়ে আস। সেখানে গিয়ে তারা সেই মহিলার কাছে কাগজ চাইল; সেই মহিলা অস্বীকার করলো। কয়েকজন সাহাবী বলল, সম্ভবত রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভ্রম হয়েছে । হযরত আলী (রা.) বললেন, না; তাঁর (সা.) কথা কখনো ভুল হতে পারে না। যতক্ষন পর্যন্ত তার কাছ থেকে সেই কাগজ না পাওয়া যায়, আমি এখান থেকে যাব না। তিনি যখন সেই মহিলাকে ধমক দিলেন তখন সে সেই কাগজ বের করে হস্তান্তর করে।

মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন মসজিদুল হারামে অবস্থান করছিলেন তখন হযরত আলী (রা.) তার কাছে উপস্থিত হন আর তার হাতে কা'বা ঘরের চাবি ছিল। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাদেরকে সিকায়া অর্থাৎ হজ্জের সময় পানি পান করানোর দায়িত্বের পাশাপাশি হিজাবা আর্থাৎ কা'বা ঘরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্বও অর্পন করুন। তিনি (সা.) বললেন, উসমান বিন তালহা কোথায়? তাকে ডাকা হলো। তখন তিনি (সা.) বললেন, হে উসমান! এই হলো তোমার চাবি; আজকের দিন হল পুণ্য কর্ম করার ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের দিন। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)কে বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন জিনিস দিব না যার কারণে তোমরা কষ্টে নিপতিত হতে পার বরং সেই জিনিস দিব যার মধ্যে তোমাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর আমি তোমাদের সে জিনিস দিব না– তোমরা স্বয়ং যার দায়িত্ব পেতে চাও। চাইলে পাবে না।

হযরত উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার উঁচু ভূমিতে শিবির স্থাপন করলেন, তখন বনু মখযুমের অর্থাৎ আমার শ্বশুরপক্ষের দু'ব্যাক্তি পালিয়ে আমার কাছে এসে পড়লো। হযরত উম্মে হানি বলেন, আমার ভাই আলী আমার কাছে আসলেন আর

বললেন, খোদার কসম! আমি তাদের উভয়কে হত্যা করব। হযরত উম্মে হানি বলেন, আমি তাদের উভয়কে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর আমি মক্কার উচু অংশে রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসলাম। আমি তাকে পানির একটি পাত্র দ্বারা গোসলরত অবস্থায় পেলাম যাতে কাই করা আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তাঁর মেয়ে হযরত ফাতেমা একটি কাপড় দিয়ে তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। গোসলের পরে তিনি (সা.) নিজের কাপড় পরিবর্তন করলেন; চাশতের সময় আট রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি (সা.) আমার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে বললেন, উম্মে হানি! স্বাগতম। তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি সেই দুই ব্যক্তি এবং হযরত আলীর কথা বিস্তারিত বললেন যে, হযরত আলী তাদেরকে হত্যা করতে চান আর আমি এভাবে তাদেরকে নিজের ঘরে লুকিয়ে এসেছি। তিনি (সা.) বললেন, যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, তাদেরকে আমি আশ্রয় দিয়েছি আর যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছ, তাদেরকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। সুতরাং সে যেন তাদের উভয়কে হত্যা না করে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হযরত আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করবেন না।

মহানবী (সা.) হুয়ায়েরেস বিন নুকায়দকে হত্যার নির্দেশনামা জারি করেছিলেন, কেননা সে রসূলুল্লাহ (সা.) কে মক্কায় কষ্ট দিত আর তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য অতিশয়োক্তি করতো আর তাঁকে ব্যাঙ্গ করতো।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) যখন হযরত ফাতেমা ও হযরত উম্মে মাকতুমকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠানোর জন্য উটে বসান, তখন হুওয়াইরিস সেই উটটিকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। মক্কা-বিজয়ের দিন হুওয়াইরিস বিন নুকায়েদ যখন পালানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে, তখন হযরত আলী তাকে হত্যা করেন।

হুনায়নের যুদ্ধ, যা অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল, সেটি সম্পর্কে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হুনায়নের যুদ্ধের সময় মুহাজিরদের পতাকা হযরত আলীর হাতে ছিল। হুনায়নের যুদ্ধের দিন যখন প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং কাফেরদের প্রবল আক্রমণের মুখে মহানবী (সা.)-এর চারপাশে কেবল হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন, সেই গুটিকতক সাহাবীর মধ্যে হযরত আলীও ছিলেন। হুনায়নের যুদ্ধের দিন মুশরিক-সারির সামনে লাল উটে আরোহিত এক ব্যক্তি ছিল, যার হাতে একটি কাল পতাকা ছিল; পতাকাটি খুব লম্বা এক বর্শার ডগায় বাঁধা ছিল; বনু হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা সেই ব্যক্তির পেছনে ছিল। যখনই কেউ সেই ব্যক্তির নাগালের মধ্যে আসতো সে তৎক্ষণাৎ তার দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারতো; আর বর্শা থেকে বেঁচে গেলে, সে তার পেছনে থাকা লোকদেরকে বর্শা উঁচিয়ে ইশারা করতো এবং তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো; তারা লাল-উটে আরোহী ব্যক্তির পেছনেই থাকতো। এই ব্যক্তি এভাবেই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ হযরত আলী ও একজন আনসারী সাহাবী তাকে চিহ্নিত করেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হন। হযরত আলী তার পেছন থেকে এসে তার উটের পেছনে বা পাছায় তরবারীর আঘাত হানে, যার ফলে উট মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তখনই সেই আনসারী সাহাবী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এত জোরে আঘাত করেন যে তার পায়ের গোছার নীচের অংশ কেটে আলাদা হয়ে যায়। একইসাথে মুসলমানরা মুশরিকদের উপর এক প্রবল আক্রমণ হানে। হযরত আলী (রা.)-এর বনু তাঈ-এর অভিযান সম্পর্কে (ইতিহাসে) রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেড়শ সদস্যসহ বনু তাঈ গোত্রের 'ফুলস' নামক প্রতিমা অপসারণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। বনু তাঈ গোত্রের বসতি ছিল মদীনার উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। মহানবী (সা.) এই অভিযানের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে কালো রঙের একটি বৃহৎ পতাকা এবং সাদা রঙের একটি ক্ষুদ্র পতাকা প্রদান করেন। হযরত আলী (রা.) ভোরবেলা হাতেম তাঈ-এর গোত্রের উপর আক্রমণ করে তাদের

ফুলস মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত আলী (রা.) বনু তাঈ গোত্রের কাছ থেকে অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে মদীনায় ফেরত আসেন।

৯ম হিজরী সনের রজব মাসে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত হলো, হযরত মুসআব বিন সা'দ (রা.) নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) তাবুকের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি এতে আনন্দিত নও যে, আমার ক্ষেত্রে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনই যেমনটি মূসার ক্ষেত্রে হারূনের ছিল? তফাৎ কেবল এটুকু যে, আমার পরে কোন নবী নেই।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রসূলে করীম (সা.) একবার যুদ্ধে গেলেন আর হযরত আলী (রা.)-কে নিজের অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান। কেবল মুনাফিকরাই পেছনে রয়ে গিয়েছিল, একারণে তিনি চিন্তিত-সংকিত মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন আর আবেদন জানান যে, 'আমাকেও সাথে নিয়ে চলুন'। তিনি (সা.) তখন তাকে আশ্বস্ত করেন যে, اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَيْسَ نَبِىٌّ بَعْدِىْ [আলা তারযা আন তাকুনা মিন্নি বিমানযিলাতি হারূনা মিম্ মূসা ইল্লা আন্নাহু লাইসা নাবিয়্যুম্ বা'দী] অর্থাৎ 'হে আলী! মূসার সাথে হারূনের যেরূপ সম্পর্ক তদ্রূপ আমার সাথে তোমার। আর একদিন হারূনের মত তুমিও আমার খলীফা হবে; কিন্তু এই সামঞ্জস্য সত্ত্বেও তুমি নবী হবে না।' মহানবী (সা.)-এর হযরত আলী (রা.)-কে ইয়ামেনে প্রেরণের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, দশম হিজরীতে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে ইসলামের তবলীগ করার জন্য তিনি (সা.) হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা ইসলামা গ্রহণে অস্বীকার করে। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা.) ইয়েমেনবাসীদের মহানবী (সা.)-এর পত্র পাঠ করে শোনালে একদিনে পুরো 'হামদান' শহর ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা.) তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে পত্র লিখলে তিনি (সা.) তিনবার এই বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন– 'হামদানের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।' মদীনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মদীনা হতে প্রায় সাড়ে এগারশ' কি. মি. দূরে অবস্থিত ইয়েমেনের একটি শহরের নাম **'হামদান'**। এরপর ইয়েমেনবাসীরাও ইসলাম গ্রহণ করে আর হযরত আলী (রা.) এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে পত্র লিখলে মহানবী (সা.) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপকমূলক সিজদা করেন।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে কাযী মনোনীত করে ইয়েমেন পাঠিয়েছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে প্রেরণ করছেন, অথচ আমি এক যুবক যার কাযা বা বিচার-আচার-সংক্রান্ত কোন জ্ঞান নেই। তখন তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার হৃদয়কে সঠিক পথে রাখবেন আর তোমার কথা দৃঢ় ও অদুদোল্যমান হবে। তোমার সম্মুখে দু'জন বিবাদমান ব্যক্তি বসলে তুমি যেভাবে প্রথমজনের বক্তব্য শুনবে ঠিক সেভাবে দ্বিতীয়জনের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত দেবে না। এরূপ করলে তুমি কী সিদ্ধান্ত প্রদান করবে তা; পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর মীমাংসা করার ক্ষেত্রে আমার মনে কখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব হবে না।

হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হযরত আমর বিন শা'স আসলামী (রা.)ও ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রা.)'র সাথে ইয়েমেন অভিমুখে যাত্রা করি। পথিমধ্যে তিনি আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন, এমনকি তার সম্পর্কে আমি

আমার হৃদয়ে কিছুটা (নেতিবাচক) মনোভাব পোষণ করতে আরম্ভ করি। অতএব, ইয়েমেন থেকে ফিরে আমি তার বিরুদ্ধে মসজিদে অভিযোগ করি, এমনকি একথাটি মহানবী (সা.)-এর কানেও পৌঁছে। একদিন আমি মসজিদে প্রবেশ করি তখন মহানবী (সা.) তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে বসে ছিলেন। আমার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়লে তিনি আমাকে গভীরভাবে দেখেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখেন। আমার বসার পর তিনি (সা.) বলেন, হে আমর! খোদার কসম! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকে কোন কষ্ট দেয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই দিয়েছ! **যে আলীকে কষ্ট দিয়েছে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে**। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীস।

আরেকটি হাদীস হল, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার লোকেরা হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে মহানবী (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানের জন্য দাঁড়ান। আমি তাঁকে (সা.) একথা বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! তোমরা আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না। খোদার কসম! সে আল্লাহ্‌র সত্ত্বাকে অনেক বেশি ভয় করে, কিংবা বলেন, 'তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হতে পারে এমর্মে সে আল্লাহ্‌কে অনেক ভয় করে।'

এই স্মৃতিচারণ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। গত জুমুআয় আলজেরিয়ার কথা বলা হয়নি; সেখানেও আহমদীরা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। কয়েকজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পরিস্থিতি সহজ করুন আর বন্দীদের অচিরেই মুক্তির ব্যবস্থা হোক। সেখানে কঠিন পরিস্থিতি বিরাজমান, সেখানকার প্রশাসনকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দিন যেন তারা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে আহমদীদের অধিকার প্রদান করে। একইভাবে পাকিস্তানের পরিস্থিতিও কঠোরতর হচ্ছে। আমি বলেছিলাম সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকর্তা রয়েছে তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ তা'লা যদি এসব মৌলভী ও কর্মকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান দিতে না চান কিংবা এদের যদি সুমতি না হয় বা এমনটি করতে থাকা আর আল্লাহ তা'লার পাকড়াও এর শিকার হওয়াই যদি তাদের নিয়তি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'লা যথাশীঘ্র তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করে দিন।

নামাযের পর আমি রাবওয়া নিবাসী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র রশীদ আহমদ সাহেবের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। তিনি আমাদের আরবি ডেস্কের মুরব্বী তাহের নাদিম সাহেবের পিতা ছিলেন; গত ২৮ অক্টোবর ৭৬ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাদের পরিবারে তার দাদা হযরত আব্দুল গফুর সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছিল, যিনি তার খালাত ভাই হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.)-এর সাথে ১৮৯১-৯২ সনে কাদিয়ান গিয়ে সরাসরি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব (রা.) সুশিক্ষিত আলেম ছিলেন, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেও তাঁর (আ.) সাথে তার মেলামেশা ছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে উচ্চকিত রয়েছে। এরপর হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব নিজ খালাত ভাই মরহুমের দাদা হযরত মৌলভী আব্দুল গফুর সাহেবকে সাথে নিয়ে কাদিয়ান গমন করেন এবং উভয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হযরত মৌলভী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের তবলীগে মুলতানের আলীপুর ও হাসানপুর গ্রামে অনেক লোক আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম দীর্ঘদিন ধরে বাহাওয়ালপুর জেলায় অবস্থিত নিজ জামাতে সেক্রেটারী মাল হিসাবে দায়িত্বপালনের সৌভাগ্য লাভ

করেছেন। মরুহুম খুবই পুণ্যবান, সৎ ও ভদ্র, অতিথিপরায়ণ এবং মানবদরদী মানুষ ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এবং অসহায়-দরিদ্রদের নীরবে দেখাশুনা করতেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মুসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি যাদের রেখে গেছেন তারা হলেন– তার সহধর্মিনী সিদ্দীকা বেগম সাহেবা, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত কাদের বখ্শ সাহেবের দৌহিত্রি। ছেড়ে যাওয়া পরিবারে তার সন্তান-সন্ততিরাও রয়েছেন, তার সহধর্মিনী ছাড়াও পরিবারে তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রয়েছেন। যেমনটি আমি বলেছি, এক ছেলে ওয়াকেফে যিন্দেগী মুরব্বী সিলসিলাহ, আমাদের স্থানীয় আরবি ডেস্কে কর্মরত আছেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)